জেনারেল পিঁয়াজী ভাগোয়াট বন্ধ করণের লাইগ্যা মছুয়া অফিসারগো পাসপোর্ট কেনচেল কইর‍্যা দিছে। কিন্তু নিজে বাঁচলে বাপের নাম। এর মাইদ্দে রাও ফরমান আলী আর একটা টিরিক্স কইর‍্যা বইছে। বেডায় রেডিও গায়েবী আওয়াজরে অর্ডার দিছে মাঝে-সাজে ভোগাচ্ এলান দিবা ; দুশ্মনরা তারাবীর নামাজের টাইমে মসজিদ Attack করতাছে। ব্যাস্ অম্তেই রেডিও গায়েবী আওয়াজ ঘেউ ঘেউ কইর‍্যা উঠছে। কিন্তুক ফরমান আলী সা'ব কইয়া দেই, বঙ্গাল মুলুকের মসজিদের কাছ দিয়া যাওনের টাইমে একটু হিসাব কইর‍্যা যাইয়েন। বিচ্ছুগুলা কিন্তু মছুয়া মারণের আগে নামাজ পইড়া কাম করে। হেইগুলা আইজ-কাইল পাগলা হইয়া উঠছে। আর হেগো নম্বর দিন দিনই বাইড়াই ছলতাছে।

হের লাইগ্যাই কইছিলাম, খাইছে রে খাইছে আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া একটা জব্বর কাথা কইছে।

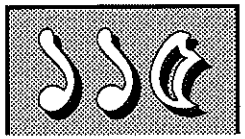

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

দম্ মাওলা, কাদের মাওলা !

ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। এম্তেই একটা আওয়াজ করলাম, আর কি !

এতো কইরা না করছিলাম—চেতাইস্ না, চেতাইস্ না—বঙ্গবন্ধুর বাঙালীগো চেতাইস্ না। বাংলাদেশের কেঁদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে হাঁটু হান্দাইস্ না। নাহ্। আমার কাথা হুন্লো না। তহন কী চিরকীৎ? ৭২ ঘন্টার মাইদ্দে সব ঠাণ্ডা কইরা দিমু। কি হইলো, ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী-ইয়াহিয়া সা'ব? অহন হেই সব চোট্পাট্ গেলো কই? ৭২ ঘন্টার জায়গায় ২১০ দিন পার হইছে—গেন্জাম্ তো' শ্যাষ হইল না। আইজ-কাইল তো' কারবার উল্টা কিছিমের দেখ্তাছি। হানাদার মছুয়াগো অবস্থা দিন্কা দিন তুর্হান্দ খরতনাক্ হইয়া উঠতাছে। সাতক্ষীরা-খুলনা, যশোর-কুষ্টিয়া, রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর-দিনাজপুর, সিলেট-ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল-মধুপুর, কুমিল্লা-চিটাগাং, মাদারীপুর-পালং আর ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ—হগ্গল জায়গা থনে World-এর Best-পাইটিং ফোর্সরা খালি ঝাইড়া দৌড়াইতাছে।

জেনারেল পিঁয়াজী অক্করে থঃ।

এইডা কি ? এইডা কি ?

মেজর শের মোহাম্মদ। তোমারে না সাতক্ষীরায় Duty দিছিলাম? তুমি ঢাকার Second capital-এ আইলা কেম্তে? তোমার মুখে এতো বড় দাঁড়ি

গজাইলো কেম্তে? তোমার সোলজারগো' খবর কি? তোমার পরনে তপহন্ দেখতাছি কীর লাগইগ্যা?

ছ্যার কইতাছি, কইতাছি। পহেলা একটুক দম লইতে দেন। সাতক্ষীরা যাওনের আগে ব্রিগেডিয়ার ফকির মোহাম্মদ নে বোলা থা—'পহেলা আপ, দুস্রা বাপ্, উস্কো বাদ দুনিয়া।' সাতক্ষীরায় যাইয়া দেখি কি, পাকিস্তানী আর্মীর বহুত খতর্নাক অবস্থা।

ঈদের নামাজের পর থাইক্যাই বাঙালী বিচ্ছুগুলা অক্করে পাগ্লা হইয়া উঠ্ছে। হাজার হাজার বিচ্ছু তিন দিক থাইক্যা আইস্যা—আরে বাড়ি রে বাড়ি! সাতক্ষীরায় আমাগো মর্টার, মেসিনগান, গ্রেনেড, বাংকার-ট্রেঞ্চ—কিছুই কুলাইলো না। আমাগো সোলজারগো লাশ অক্করে পাহাড়। বেগতিক দেইখ্যা একটা মরা রাজাকারের লুঙ্গি পিনদ্যা—হেই কাম করলাম। দিলাম দৌড়। যে রাস্তা দিয়া ভাগছি—দেখি খালি মেজিক কারবার। হগ্গল জায়াগায় বিচ্ছুরা ওঁৎ পাইতা রইছে। এক ঝাপট্ মাইর‍্যা হেরা কালীগঞ্জ থানা দখল কইর‍্যা লইলো। হেরপর আরামসে নদী পার হইয়া বিচ্ছুরা অহন খুলনা টাউনের দিকে যাইতাছে।

মুক্তিবাহিনীর আরো দুইটা দল যশোর থেকে ৭ মাইল দূরে চৌগাছায় আস্তানা গাড়ছে। হেই জায়গায় আমাগো পাকিস্তানী সোলজাররা যেম্তে কইর‍্যা গরুর গোসের কাবাব খাইছিলো—এইবার বিচ্ছুরা কয়েক ঘন্টার মাইদ্দে আমাগো হেইসব সোল্জারগো কাবাব বানাইল। গেরামের বাঙালীরা মহাখুশী। হেরা গামছা উড়াইয়া বিচ্ছুগো খোস্ আমদেদ্ জানাইতাছে।

ছ্যার, সত্যি কথা কইতে কি, রাজাকারগো কাছে অহন দুইটা মাত্র রাস্তা খোলা রইছে। হয়, একটা রাইফেল আর ৩০ রাউণ্ড গুলি লইয়া Surrender করা—আর না হয়, 'মউত তেরা পুকার তা'। দুই কিছিমের কারবারই চলতাছে। পাকিস্তানী সোলজারগো আঃ বাঃ ফ্রি। মানে কিনা আহার ও বাসস্থান ফ্রি হইয়া গেছে। হগ্গল সোলজারই আজরাইল ফেরেশতার খাতায় নাম লিখাইতাছে। এই রিপোর্ট পাইয়া লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ্ খান নিয়াজী কি রাগ ? আত্কা ঘাড় তেড়া কইর‍্যা দেখে কি, সিলেট সেক্টরের লেঃ কর্ণেল জান মোহাম্মদ, মেহেরপুরের মেজর বসির খান, রংপুরের কর্ণেল অম্বর খান আর মাদারীপুর-বরিশালের মেজর মাহবুব মোহাম্মদ মাথা নীচু কইর‍্যা খাড়াইয়া রইছে। হগ্গল জায়গায় রিপোর্ট খুবই খতর্নাক্। পিপ্-পিপ্। পিপ্-পিপ্। জেনারেল পিঁয়াজী সা'বে রেডিওগ্রামে মছুয়া সম্রাট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলো। "আমাগো অহন কুফা টাইম শুরু হইছে। আরো সোলজার পাঠান বঙ্গাল মুলুকে।"

ব্যাস্। খুনী ইয়াহিয়া খান হুইস্কির গ্লাস হাতে শিয়ালকোট থাইক্যা জল্‌দি ইসলামাবাদে ওয়াপস্ আইলো। অ্যাডভাইসারগো লগে গুফ্‌তাগু করণের পর, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নয়া কিসিমের ট্রিকস্ করণের লাইগ্যা দোস্তগো কাছে খবর পাঠাইলো। ফরিন সেক্রেটারী সোলতাইন্যা নিউইয়র্ক-প্যারিস-বন থাইক্যা ধাওয়া খাইয়া ফেরত আইলো আর বঙ্গাল মুলুকের গবর্ণর ঠ্যাটা মালেক্যা ঢাকার থনে পিণ্ডি যাইয়া হাজির হইলো। বুড্ডা বিল্লী নূরুল আমীন আগের থনেই পাকিস্তানে রইছে। ইসলামের যম, গোলাম আজম আর খুলনার খবরের কাগজের হকার এজেন্ট-মন্ত্রী মওলানা ইউসুইপ্যা ইসলামাবাদে যাইয়া "ইয়েচ ছ্যার" কইলো। আর লারকানার পোংটা পোলা জুলফিকার আলী ভূট্টো মদের গিলাস হাতে "তু, মেরী মন্‌কি মোতি হ্যায়" গান গাইতে গাইতে চাকলালা বিমানবন্দরে উপস্থিত হইলো। টেলিগ্রাম পাইয়া নতুন মামু, পুরানা চাচা, পরাণের দোস্ত—হগ্‌গলে আইস্যা হাজির হইলো।

এদিকে ঢাকার কারবার হুন্‌ছেন নি? হেই দিন আত্‌কা কই থনে আমাগা কাল্লু মিয়া, যারে মহল্লার মাইনষে আদর কইর‍্যা কাল্লু কইয়া ডাকে —হেই কাল্লু আইস্যা হাজির। বেডায় চিৎকার করতাছিলো। ভাইসা'বরা, কারবার হুন্‌ছেন নি? পিআইএ প্লেন সার্ভিস নাইক্যা। দুই চাইর খান যে টেরেন চলতাছিলো, হেইগুলার চাক্কা বন্ধ। বাস সার্ভিস তো' আগেই ইস্তফা। ঢাকা থাইক্যা বাইরাইনের হগ্‌গল রাস্তা বন্দ্।

চিল্লানী থামাইয়া, কাল্লু আমাগো কাছে আগ্‌গুইয়া আইলো। আস্তে কইর‍্যা জিগাইলো, "আচ্ছা, ভাইসা'ব, বিচ্ছু কারে কয়? হেরা দেখতে কেমন? হেগো 'ডেরেশ' কি রকমের ?

আত্‌কা আমোগা বক্‌শি বাজারের ছক্কু মিয়া একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিয়া গলাটার মাইদ্দে জোর খাক্‌রানি মাইরা কইলো, "আমাগো কাউলা, একটা আহম্মক। যুদ্ধের শুরু হওয়ার সাড়ে আট মাস বাদে হালায় জিগাইতেছে বিচ্ছুগো ডেরেশ কি রকমের? তয় হোন্। এরা হইতাছে 'দিন্‌কা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী—পলক্ পলকে মছুয়া ঘষে।' হেই দিন যারা বনানীতে প্রাক্তন গবর্ণর মোনেম খাঁরে Murder কইর‍্যা হের লাস গায়েব কইর‍্যা ফালাইলে—হেগো বিচ্ছু কয়। এগো কোনো ডেরেশ নাই।

হ-অ-অ-অ। হেই দিক্‌কার কারবার হুন্‌ছেন নি? লেংড়া, কানা, খোঁড়া, বোঁচা—যেই সব বুড়াবুড়া পাঞ্জাবী মছুয়া আর্মি থনে চাকরীতে রিটায়ার করণের পর 'স্মাগলিং' আর 'বিলেক মার্কেটের' Business করতাছিলো, জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হগ্‌গলরেই লাড়াই করণের লাইগ্যা Call করছে। রিপোর্ট না করলে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এইগুলারেই কয় কামানের খোরাক। এই খবর শুইন্যা বিচ্ছুগো মুখ দিয়া অক্করে লালা পড়তে শুরু করছে। মছুয়া কোবায়ে কি আরাম ভাই, মছুয়া কোবায়ে কি আরাম!

যেই রকম খবর পাইতাছি, তা'তে মন হয়, রোজার ঈদের পর থাইক্যাই বাঙালী গেরিলারা পাগলা হয়ে উঠছে। হাতের কাছে দালাল, রাজাকার আর মছুয়া সোলজার পাইলেই বাড়ি—আরে বাড়ি রে বাড়ি! পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থা অক্করে ছেরাবেরা।

এই দিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ারে Support দেওনের লাইগ্যা যে ট্রিক্‌স করছিলো, হেইটা ভি গড়বড় হইয়া গেলো। উথান্ট সা'বে ঢাকায় জাতিসংঘের ৩৫ জন সাদা চামড়ার অফিসার পোষ্টিং-এর পর হেগো হাত দিয়া দিব্বি পাকিস্তানী আর্মিরে মালপানি আর রসদ জোগাইতেছিলো। হেরাই অহন মুক্তিবাহিনীর মাইরের চোটে ঝাইড়া বাংকারে দৌড়াইতাছে। বাংকারে বইস্যা বিদেশী সাংবাদিকগো কইছে যে, "ঢাকার অবস্থা খুবই খারাপ। সমস্ত ফরেনাররা ভাগনের লাইগ্যা সুটকেস গুছাইতাছে। যেকোনো Time-এ আসল কারবার হয়ে যেতে পারে। আসলে বাঙালী গেরিলারা ডেইনজারাস্।

এ্যাঃ এ্যাঃ। চাইরো মুড়া পানি পাইয়া মুন্সীগঞ্জের বিচ্ছুরা একটা জব্বর কাম কইর‍্যা বইছে। তাগো কাথাবার্তার ধরনটাই আলাদা।

কই না তো? আমাগো মুন্সীগঞ্জে কোনো টাইমেই মছুয়া আছিলো না তো ? আমরা কোনোদিন পাকিস্তানী কোনো সোলজারই দেখি নাইক্যা?

কয় কি? হাড্ডির হিসাব পর্যন্ত নাই। সব লাশ গায়েব। আজরাইল ফেরেশতা পর্যন্ত মাথা খাউজ্যাইতাছে। কেইসটা কি? জান কবজ করলাম ঠিকই। কিন্তু লাস নাইক্যা। অক্করে ভানুমতির খেইল।

এইদিকে সিলেট টাউন আন্দার, রংপুরে কোদালিয়া মাইর, মেহেরপুরে ঘেরাও, ঈশ্বরদি Airport ডাবিশ. কুষ্টিয়ায় মছুয়ারা 'মউত কা সামান লে চলে'; কিশোরগঞ্জে Silent বাইস্কোপ, চাঁদপুর-বরিশাল-মাদারীপুরে দরিয়ার মাইদ্দে চুবানী, যশোরে গেন্‌জাম আর বগুড়ায়—'ইডা কেংকা কইর‍্যা হলো রে'।

ঢাকা Airport-এর কন্ট্রোল টাওয়ার গুড়া, রানওয়েতে অনেকগুলা পুকুর, কংক্রিটের বাংকারে শ'য়ে শ'য়ে পাকিস্তানী সোলজারগো লাশ। আজরাইল ফেরেস্তা Overtime কইর‍্যাও হিসাব মিলাইতে পারতাছে না। খালি Note করতাছে, শের মোহাম্মদ খান-লাহোর এবং গয়রহ। এই গয়রহের মধ্যে কিন্তু শও তিনেক মছুয়া সোলজারের নাম রইছে।

এই দিকে একদল মুক্তিবাহিনী আবার মেহেরপুরে হাজির হইয়া আরে ধাওয়ানী রে ধাওয়ানী। একই সঙ্গে মর্টার আর মেশিনগানের গুলি।

কইছিলাম না, আমাগো Time আইবো—এক মাঘে শীত যাইবো না। ভোমা ভোমা সাইজের পাকিস্তানী সোলজাররা একদিনের যুদ্ধে গোটা কয়েক ট্যাংক ফালাইয়া চোঁ দৌড়। খানিক দূর যাইতেই দেহে কি? আর একদল

বিচ্ছু খালি ডাকতাছে, আ-টি-টি-টি। গেরামের গৃহস্থের বউরা যেমন কইরা মুরগীরে আধার খাওয়ানের লাইগ্যা ডাক দেয়। ঠিক হেমতে কইর‍্যা বাঙালী গেন্দা পোলাগুলা—কী সোন্দর ডাক দিতাছে 'আ-টি-টি-টি'।

হেরপর—বুঝতেই পারতাছেন। ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্। কয়েক শ' মছুয়া হালাক হইলো। এই খবর না পাইয়া, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সেনাপাতি ইয়াহিয়া খান অক্করে ঘং ঘং কইর‍্যা কাইন্দা ভরাইছে। হালাকু খান-তৈমুর লঙ-নাদির শাহ-হিটলার-মুসোলিনী তোজো আর আব্বাজান আইয়ুব খানের নামে কসম খাইয়া সমানে খালি বিদেশী রাষ্ট্রগুলারে টেলিগ্রাম করতাছে। "Help, Help"।

কিন্তুক মওলবী সা'বে বহুত Late কইয়া ফেলাইছেন। অখন বাংলাদেশের লড়াই-এর ময়দানে শুধু "খুন্‌কা বদলা খুনের কারবার চলতাছে। মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুরা হইতাছে, "দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী পলক পলকে মছুয়া ঘষে"।

হেইর লাইগ্যা শুরুতেই কইছিলাম, 'দম্ মাওলা-কাদের মাওলা'।

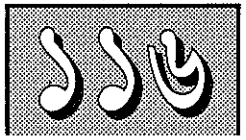

ডিসেম্বর ১৯৭১

মেজিক কারবার। ঢাকায় অখন মেজিক কারবার চলতাছে। চাইরো মুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর কেচ্‌কা ম্যাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগুলা তেজগা-কুর্মিটোলায় আইস্যা—আ-আ-আ দম ফালাইতাছে। আর সমানে হিসাবপত্র তৈরী হইতাছে। তোমরা কেডা? ও-অ-অ টাঙ্গাইল থাইক্যা আইছো বুঝি? কতজন ফেরত আইছো ? অ্যাঃ ৭২ জন। কেতাবের মাইদে তো দেখতাছি লেখা রইছে টাঙ্গাইলে দেড় হাজার পোস্টিং আছিলো। ব্যাস্, ব্যাস্ আর কইতে হইবো না—বুইজ্যা ফালাইছি। কাদেরিয়া বাহিনী বুঝি বাকীগুলার হেই কারবার কইর‍্যা ফালাইছে। এইডা কি? তোমরা মাত্র ১১০ জন কীর লাইগ্যা? তোমরা কতজন আছিলা? খাড়াও খাড়াও—এই যে পাইছি। ভৈরব—১২৫০ জন। তা হইলে ১১৪০ জনের ইন্না লিল্লাহে ডট্ ডট্ ডট্ রাজেউন হইয়া গেছে। হউক কোনো ক্ষেতি নাই। কামানের খোরাকের লাইগ্যাই এইগুলারে বঙ্গাল মুলুকে আনা হইছিলো। রংপুর-দিনাজপুর, বগুড়া-পাবনা মানে কিনা বড় গাং-এর উত্তর মুড়ার মছুয়া মহারাজগো কোনো খবর নাইক্যা। হেই সব এলাকায় একশোতে একশোর কারবার হইছে। আজরাইল ফেরেশতা খালি কোম্পানীর হিসাবে নাম লিখ্যা থুইছে।

আরে এইগুলা কারা ? যশুরা কই মাছের মতো চেহারা হইছে কীর লাইগ্যা? ও-অ-অ তোমরা বুঝি যশোর থাইক্যা ১৫৬ মাইল দৌড়াইয়া ভাগোয়াট্ হওনের গতিকে এই রকম লেড়-লেড়া হইয়া গেছো।

আহ্ হাঃ! তুমি একা খাড়াইয়া আছো কীর লাইগ্যা ? কী কইলা? তুমি বুঝি মীরকাদিমের মাল? ও-অ-অ-অ বাকী হগ্‌গলগুলরে বুঝি বিচ্ছুরা মেরামত করছে? গ্যাং-এর পাড়ে আলাদা না পাইয়া, আরামসে বুঝি চুবানী মারছে।

কেইসডা কী? আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া কান্দে কীর লাইগ্যা? ছক্কু-উ, ও ছক্কু! কান্দিস না ছক্কু, কান্দিস্ না! কইছিলাম না, 'বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে মছুয়াগো 'মউত তেরা পুকর তা হ্যায়'।

নাঃ—তখন কী চোট্‌পাট! হ্যান করেংগা, ত্যান করেংগা। আর অহন? অহন তো মওলবী সাবরা কপিকলের মাইদ্দে পড়ছে। সামনে বিচ্ছু, পিছনে বিচ্ছু, ডাইনে বিচ্ছু, বায়ে বিচ্ছু। অখন খালি মছুয়ারা চিল্লাইতাছে, 'ইডা হামি কী করছুনুরে ! হামি ক্যা নানীর বাড়িত আচ্ছিনু রে! হামি ইয়া কী করনু রে!

আত্‌কা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো, ভাইসা'ব আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দন আইতাছে। ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন। ওইগুলা কী খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা! কী লজ্জা! মাথাডা এ্যাংগেল কইরা তেরছী নজর মারতে দেহী কী, শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউয়ার বাপ—মানে কিনা দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়াইয়া রইছে। ব্রিগেডিয়া বশীর জিগাইলো, 'তুম লোগ্‌কো কাপড়া কিধার গিয়া?' জবাব আইলো—যশোরে সার্ট, মাগুরায় গেঞ্জী, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আড়িচায় আন্ডার ওয়ার থুইয়া বাকী রাস্তা খালি চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি—'হায় ইয়াহিয়া, ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া?—হামলোগ তো আভি নাংগা মছুয়া বন গিয়া।'

আত্‌কা ঠাস্ ঠাস্ কইরা আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না! মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী চুলে ভর্তি সিনা চাব্‌ড়াইতে শুরু করছে। 'পদ্মা নদীর কূলে আমার নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমার নানী মরেছে—গাবুর বাড়ির চোটে আমার কাম সেরেছে।' ব্যাস, মওলবী রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের কাছে খবর পাডাইলো, 'হে প্রভু, তোমার দিলে যদি আমাগো লাইগ্যা কোনো রকম মহব্বৎ থাইক্যা থাকে, তা' হইলে তুরন্দ আমাগো কইয়া দাও; কিভাবে বিচ্ছু আর হিন্দুস্তানী ফোর্সের পা জাপটাইয়া ধরলে আমার লেড়্‌লেড়া আর ধ্বজ-ভংগ মার্কা বাকী সোলজারগো জানডা বাঁচানো সম্ভব হইবো।'

এই খবর না পাইয়া একদিকে জেনারেল পিঁয়াজী আর একদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া কী রাগ? সেনাপতি ইয়াহিয়া লগে লগে উথান্টের কাছে

টেলিগ্রাম করলো, 'ভাই উথান্ট, ফরমাইন্যার মাথা খারাপ হওনের গতিকেই এই রকম কারবার করছে। হের টেলিগ্রামটা চাপিশ কইর‍্যা ফালাও।' এইদিকে আমি ছ্যার শাহ নেওয়াজ ভুট্টোর 'ডাউটফুল' পোলা, পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টোরে মিছা কথা কওনের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করণের লাইগ্যা জাতিসংঘে পাডাইতাছি। পোলাডারে একটুক্ নজরে রাখ্‌বা। বেডার আবার সাদা চামড়ার কসবীগো লগে এথি-ওথি কারবার করণের খুবই খায়েশ রইছে।

'সা'বে কইছে কীসের ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হবু ফরিন মিনিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো ব্রাকেটে শপথ লওনের টাইম হয় নাইক্যা—ব্রাকেট শেষ। জাতিসংঘে যাইয়া পয়লা রিপোর্টারগো লগে বেশ কায়দা কইর‍্যা লুকোচুরি খেল্‌তে শুরু করলো। তার-পর। জাতিসংঘের ডায়াসে আত্‌কা কয়েক দফায় কান ধইর‍্যা 'উঠ-বস', 'উঠ্-বস্' কইর‍্যা ভুট্টো সা'বে ছিল্লাইয়া কইলো, 'আর লাইফের এই রকম কাম করুম না। বঙ্গাল মুলুকে আমরা গেন্‌জাম কইর‍্যা খুবই ভুল করছি। আমরা মাফ চাইতাছি, তোওবা করতাছি, কান ডলা খাইতাছি। আমাগো এইবারের মতো ক্ষেমা কইর‍্যা দেন।'

কিন্তু ভুট্টো সা'ব। বহুত্ লেইট কইর‍্যা ফালাইছেন। এইসব ভোগাচ্ কাথাবার্তায় আর কাম হইবো না। আত্‌কা ঠাস্ ঠাস্ কইর‍্যা আওয়াজ হইল। কী হইলো ? কী হইলো ? জাতিসংঘে ভেটো মাইর‍্যা সোভিয়েত রাশিয়া হগ্‌গল মিচ্‌কী শয়তানরে চীৎ কইর‍্যা ফালাইছে। কইছে, ফাইজলামীর আর জায়গা পাও না ? বাঙালী পোলাপান বিচ্ছুরা যহন লাড়াইতে ধনা-ধন্ জিত্‌তাছে, তহন বুঝি লাড়াই বন্ধ করণের নানা কিসিমের ট্রিক্স হইতাছে – না?

এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পরাণের পরাণ জানের জান চাচা নিক্‌সন, কড়া কিসিমের ট্রিক্‌স করণের লাইগ্যা সপ্তম নৌ-বহররে সিংগাপুরে আনছে। লগে লগে ক্রেমলিন থাইক্যা হোয়াইট হাউসরে এ্যাডভাইসিং করছে—একটুক হিসাব কইর‍্যা কাজ-কারবার কইরেন। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নী কইছে, ভারত উপমহাদেশে বাইরের কেউ নাক না গলালেই ভালো হয়। ব্যা-স্-স, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর সিংগাপুরে আইস্যা নিল-ডাউন হইয়া রইলো।

এ্যাঁ এ্যাঁ! এই দিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? হারাধনের একটা ছেলে কান্দে ভেউ ভেউ, হেইডা গেলো গাথার মাইদ্দে রইলো না আর কেউ। জেনারেল পিঁয়াজী সা'বে সরাবন তহুরা দিয়া গোসল কইর‍্যা ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের মাইদ্দে হান্দাইয়া এখনও চ্যাঁ চ্যাঁ করতাছে—'আমার ফোর্স ছেরাবেরা হইলে কী হইবো, আমি পাইট্ করুম—আমি পাইট্ করুম।'

আমাগো মেরহামত মিয়া আত্‌কা চিল্লাইয়া উঠলো। এইডা কী? এইডা কী? জেনারেল পিঁয়াজী সাবের ফুল প্যান্টের দুইরকম রং দেখতাছি কীর লাইগ্যা? সামনের দিকে খাকী রং, পিছনের মুড়া বাসন্তী রং—কেইসডা কী? অনেক দেমাক লাগাইলে এর মাজমাডা বোঝন যায়।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। মেজিক কারবার। ঢাকায় অহন মেজিক কারবার চলতাছে। চাইরো মুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর কেচ্‌কা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগুলা তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা—আঁ-আঁ-আঁ, দম ফালাইতাছে।

১১৭

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

কি পোলারে বাঘে খাইলো? শ্যাষ। আইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে মছুয়াগো রাজত্ব শ্যাষ। ঠাস্ কইর‍্যা একটা আওয়াজ হইলো। কি হইলো? কি হইলো? ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পিঁয়াজী সা'বে চেয়ার থনে চিত্তর হইয়া পইড়া গেছিলো। আট হাজার আষ্টশ' চুরাশি দিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে মুছলমান-মুছলমান ভাই-ভাই কইয়া, করাচী-লাহুর-পিণ্ডির মছুয়া মহারাজরা বঙ্গাল মুলুকে যে রাজত্ব কায়েম করছিলো, আইজ তার খতম্ তারাবী হইয়া গেল।

বাঙ্গালী পোলাপান বিচ্ছুরা দুইশ পঁয়ষট্টি দিন ধইর‍্যা বঙ্গাল মুলুকের ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে World-এর Best পাইটিং ফোর্সগো পাইয়া, আরে বাড়িরে বাড়ি! ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়াগুলা ঘঁৎ ঘঁৎ কইরা দম ফ্যালাইলো। 'ইরাবতীতে জনম যার ইছামতীতে মরণ।' আত্‌কা আমাগো চক বাজারের ছক্কু মিয়া ফাল্ পাইড়্যা উডলো, 'ভাইসা'ব, আমাগো চক বাজারের চৌ-রাস্তার মাইদ্দে পাথর দিয়া একটা সাইনবোর্ড বানামু। হেইডার মাইদ্দে কাউলারে দিয়া লেখাইয়া লমু, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গাল মুলুকে মছুয়া নামে এক কিছিমের মাল আছিলো। হেগো চোট্‌পাট্ বাইড়া যাওনের গতিকে হাজারে হাজার বাঙ্গালী বিচ্ছু হেগো চুটিয়া—মানে কিনা পিঁপড়ার মতো ডইল্যা শেষ করছিলো। এই কিছিমের গেনজামরেই কেতাবের মাইদ্দে লিইখ্যা থুইছে 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।' টিক্কা-মালেক্যা গেলো তল, পিঁয়াজী বলে কত জল?

২৫ শা মার্চ তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালীগো বেশুমার মার্ডার করণের আর্ডার দিয়া কি চোট্‌পাট্। জেনারেল টিক্কা খান হেই আর্ডার পাইয়া ৩০ লাখ বাঙ্গালীর খুন দিয়া গোসল করলো। তারপর, বঙ্গাল

মুলুকের খাল-খন্দক, দরিয়া-পাহাড়, গেরাম-বন্দরের মাইদ্দে তৈরী হইলো বিচ্ছু। 'যেই রকম বুনোওল, সেইরকম বাঘা তেঁতুল।' গেরামের পোলাপান যেমতে কইর‍্যা বদমাইশ লোকের গতরের মাইদ্দে চোত্‌রা পাতা ঘইস্যা দেয়, বিচ্ছুগো হেই রকম কাম শুরু হইয়া গেলো। হেই কাম Begin. টাঁই-ই-ই-ই। কি হইলো কি হইলো? ঢাকার মতিঝিলে বিচ্ছুগো কারবার হইলো।

ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্। কি হইলো? কি হইলো? অংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়ারা হালাক হইলো। কেইসটা কি? কই নাতো।' আমাগো মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জে কোনো টাইমেই মছুয়া আছিলো না তো? মেরহামত মিয়া অক্করে চিক্কুর পাইড়া উঠলো, 'বুঝছি, বুঝছি, পুরা মছুয়া রেজিমেন্টরে আলাদা না পাইয়া প্যাঁক আর দরিয়ার মাইদ্দে গায়েব কইরা, কী সোন্দর দুই হাত ঝাইড়া বিচ্ছুরা কইতাছে, কই না তো? এইদিকে কোনোদিন মছুয়ারা আহে নাই তো?

ব্যাস্, মেসিন গানের লগে মেসিন গান ; মটারের লগে মটারের বাইড়া-বাইড়ি শুরু হইয়া গেলো। গাবুর বাড়ির চোটে জেনারেল টিক্কা খান পাকিস্তানে ভাগোয়াট্ হইলেন। লগে লগে আবার ছদর ইয়াহিয়া নতুন ট্রিক্স কইর‍্যা কয়েকটা বাঙ্গালী হারু মালের মুখে লাগাম লাগাইয়া 'ক্ষেমতা হস্তান্তর করছি', বইল্যা চিল্লাইতে শুরু করলো। ঠ্যাটা মালেক্যা গবর্ণর, One Man পার্টির ছল্লু মিয়া, মাইনকার চরের আবুল কাসেম, খুলনার খবরের কাগজের হকার মাওলানা ইউসুপ্যা, জয়পুরহাটের মাওলানা আব্বাস, ফেনীর ওবায়দুল্লা মজুমদার আর বরিশালের আখতারউদ্দিন মিনিস্টার হইলেন। হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। পালের গোদা ছিয়াত্তর বচ্ছর বয়সের বুড়া বিল্লি অস্তে কইর‍্যা ছালার মাইদ্দে থনে বারাইলো। স-অ-ব কামই হিসাব মতো চলতাছে। সাতডা হারু পাট্টিরে এক গোয়ালে তুইল্যা মওলবী সা'বের পেরধান মন্ত্রী হওনের চিরকিৎ হইলো। পুরানা তপনের ন্যাকড়া দিয়া উরা বাইনদ্যা বেডায় হাওয়াই জাহাজে পিণ্ডি যাইয়া ছদর ইয়াহিয়া খানের অক্করে কোলের মাইদ্দে বইয়া পড়লো।

সেনাপতি ইয়াহিয়া খান যখন আন্তাজ করতে পারলো যে, কোনো ট্রিক্সেই আর কাম হইতাছে না, তখন পাকিস্তান আর বঙ্গাল মুলুকের লাড়াইডারে ইণ্ডিয়া-পাকিস্তানের গেনজাম বইল্যা চালু করণের লাইগ্যা ভট্ কইরা কইয়া বইলো, 'আমি কিন্তু আর নিজেরে আটকাইয়া রাখতে পারতাছি না, আমার লগে নতুন মামু রইছে, বুড়া চাচা রইছে। আমি ইণ্ডিয়া Attack করমু।' দিনা দশেকের মাইদ্দে আমি এই কারবার করমু। এইবার আমি নিজেই পিণ্ডির থনে বর্ডারে যামুগা।' যেই কাথা, হেই কাম। মাথার Upper Chamber খালি ছদর ইয়াহিয়া—যা থাকে ডুঙ্গির কপালে কইয়া

কারবার কইর‍্যা বইলো। কিন্তু মওলবী সা'বরে আর Border-এ যাইতে হইলো না। আত্‌কা শরাবন তহুরার গিলাস টেবিলের উপর ঠক্ কইরা থুইয়া দ্যাহে কী? লাড়াই রাওয়ালপিণ্ডির দরজায় আইস্যা হাজির হইছে। পাশে আজরাইল ফেরেশ্‌তা খাতা হাতে খাড়াইয়া রইছে। খাতায় লেখা সাদাপাকা মোটা মোটা ভুরুওয়ালা আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, পিতা Unknown.

হ-অ-অ-অ এইদিকার খবর হুনছেন নি? সবই হবুর কারবার। হবু পেরধান মন্ত্রী চুরুল আমীন, হবু দেশরক্ষা মন্ত্রী মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ দৌলতানা, হবু যোগাযোগমন্ত্রী আগায় খান পাছায় খান খান আব্দুল কাইয়ুম খান, হবু পোস্টাপিসের মন্ত্রী ইসলামের যম গোলাম আজম আর হবু ফরিন মিনিস্টার মদারু ভুট্টো। কেউই শপথ লইতে পারে নাইকা—টাইম শর্ট। বঙ্গাল মুলুকের বিচ্ছুগো গাজুরিয়া মাইর শুরু হইয়া গেছে। ঠ্যাটা মালেক্যার কী কাঁপন! মওলবী সা'বে বাংকারের মাইদ্দে বইস্যা বল পয়েন্ট কলম দিয়া গবর্ণরের পদ থাইক্যা ইস্‌তফা দিছে। এরেই কয় ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। বেডায় তার স্যাঙ্গাৎগো লইয়া কী সোন্দর হোটেল Intercontinental-এর মাইদ্দে হান্দাইছে। কিন্তু মওলবী সা'ব বহুত লেইট কইর‍্যা ফেলাইছে। আপনার ঘেটুগো খবর কি?

ছহি আজাদ পত্রিকার হরলিকের বোতল ছৈয়দ ছাহাদৎ হোসেন, মর্নিং নিউজের এসজিএম বদরুদ্দিন, ছালাউদ্দিন মোহাম্মদ, সংগ্রাম পত্রিকার মাওলানা আখতার ফারুক্যা, দৈনিক পাকিস্তানের আহসান আহম্মদ আশ্‌ক, পাকিস্তান অবজার্ভারের খাসির গুর্দার শুরুয়া খাওইন্যা মাহবুবুল হাক, নেশন্যাল ব্যুরোর দাড়ি নাই মাওলানা ডাঃ হাসান জামান-খোন্দকার আবুল হামিদ এসব মালেরা অখন কি করবো? প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার হরিবল হাক্ চৌধুরীর কোনো খবর নাইক্যা—সিলেটের হারু মাল চুষ পাজামা মাহমুদ আলীর কোনো আও-শব্দ পাওয়া যাইতাছে না। কি হইলো? এদ্দিন তো শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান আর দরদী সংঘের দালাল সম্রাট এ. টি. সাদ'দীরে লইয়া খুবই তো ফাল্ পাড়াতাছিলা—মাল-পানি জিন্দাবাদ। এলায় হের করবা কি?

আমার সাজানো বাগান হুকায়া গেলো। অ্যাঃ এ্যাঃ একটিং! জাতিসংঘে মদারু ভুট্টো জেনারেল পিঁয়াজীর ছারেণ্ডারের খবর পাইয়া একটিং করছে। পয়লা গরম, তারপর নরম হেরপর আরে কান্দনরে কান্দন! পকেটের রুমাল বাইর কইর‍্যা চোখ মুইছ্যা নাক Clear কইরা লইলো। চিল্লাইয়া কইলো, 'ছারেণ্ডার—ছারেণ্ডার তো' Impos—অসম্ভব। আমরা ছারেণ্ডার করমু না। আমি পাইট করমু, আমি পাইট করমু। এই না কইয়া মদারু মহারাজ আত্‌কা গতরের জামাকাপড় থুড়ি—ফ্রান্স-বৃটেনের খসড়া প্রস্তাব টুকরা

টুকরা কইর‍্যা ছিইড়্যা ফেলাইয়া ঘেট্‌মেট্ কইর‍্যা বাইরাইয়া গেলো। বাইরাইনের টাইমে ইণ্ডিয়া-রাশিয়ার লগে ফ্রান্স-বৃটেনরে তুফান গাইল। সাদা চামড়ার জেন্টেলম্যানরা খালি কইলো, 'যার লাইগ্যা চুরি করি, হেই কয় চুর।'

জাতিসংঘ থাইক্যা আগাশাহীর রুমে আহনের লগে লগে মওলবী সা'ব খবর পাইলো, 'খেইল খতম, পয়সা হজম।' আট হাজার আষ্টশ চুরাশী দিনের সোনার হাঁস, মানে কিনা বঙ্গাল মুলুকসহ পাকিস্তান নামে দেশটা শ্যাষ হইয়া গেছে। আমগো ছক্কু মিয়া একটা গুয়ামরি হাসি দিয়া গালটার মাইদ্দে খ্যাকরানি মারলো। কইলো, "ভাই সা'ব ২৬শা মার্চ এই মদারু ভুট্টো ঢাকার থনে করাচীতে ভাগোয়াট্ হইয়া এলান করছিলো, 'আল্লায় সারাইছে, ছদর ইয়াহিয়া বেশুমার বাঙ্গালী মার্ডারের আর্ডার দেওনের গতিকে পাকিস্তানডা বাঁইচ্যা গেলো।

এলায় কেমন বুঝতাছেন? বিচ্ছুগো বাড়ির চোটে হেই পাকিস্তান কেমতে কইর‍্যা ফাঁকিস্তান হইয়া গেলো ? হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, কি পোলারে বাঘে খাইলো? শ্যাষে। আইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে মছুয়াগো রাজত্ব শ্যাষ।

আইজ ১৬ই ডিসেম্বর। চরমপত্রের শ্যাষের দিন আপনাগো বান্দার নামটা কইয়া যাই। বান্দার নাম *এম আর আখতার মুকুল*।

পরিশিষ্ট

চরমপত্র

এতগুলো বছর পরে আজ একথা বলতে দ্বিধা নাই যে, যুদ্ধকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে আমাকে প্রতিদিন অত্যন্ত সহজ ও সরলভাষায় 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের জন্য কথিকা রচনা করতে হয়েছে। 'চরমপত্র' ছিলো একেবারে ব্যাঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্যে ভরপুর একটা একক অনুষ্ঠান। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একটা মানসম্মত রেকর্ডিং ষ্টুডিওর অভাবে প্রতিদিন একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে বসে টেপ রেকর্ডারে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করতে হয়েছে এবং ৮ থেকে ১০ মিনিটের এই টেপ নিয়মিতভাবে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান ছিলো যুদ্ধরত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর আশার বর্তিকা।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি প্রতিদিন গল্পের ছলে দুরূহ রাজনীতি ও রণনীতির ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রণাঙ্গনের সর্বশেষ খবরাখবর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপন করেছি। তবে রণাঙ্গন পরিদর্শনের অভিজ্ঞতায় যখন দেখতে পেলাম যে, মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা প্রায় ৯৫ জনই হচ্ছেন গ্রাম বাংলার সন্তান, তখন 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে ভাষার ব্যবহারে আমি চমকের সৃষ্টি করলাম। এই অনুষ্ঠানের কথিকাগুলোতে অত্যন্ত দ্রুত শহুরে বাংলা ভাষা বর্জন করলাম। এখানে লক্ষণীয় যে, 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে আমি মোটামুটিভাবে ঢাকাইয়া তথা বঙ্গাল ভাষা ব্যবহার করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমি যথেচ্ছভাবে বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছি। এমনকি বক্তব্য জোরালো করার লক্ষ্যে আমি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পদাংক অনুসরণ করে উর্দু ও ফার্সী শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করেছি। আবার বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দও চয়ণ করেছি। এসব শব্দ দিব্বি বাংলাদেশের সমাজ জীবনে স্থান করে নিয়েছে।

চরমপত্র

এম আর আখতার মুকুল